দাঁড়াও সকাল বিকাল

সোলায়মান আহসান

দাঁড়াও স্বকাল বিরূপতা ॥ সোলায়মান আহসান

www.pathagar.com

www.pathagar.com

অংগীকার প্রকাশনী
১১৫, নিউ এলিফ্যান্ট রোড
ঢাকা-৫

গ্রন্থ স্বত্ব
সাইফুদ্দিন চৌধুরী

সার্বিক তত্ত্বাবধান
মতিউর রহমান মল্লিক
মাসুমুর রহমান খলিলী

প্রকাশকাল
সেপ্টেম্বর ১৯৮৫

প্রচ্ছদ
হামিদুল ইসলাম

মুদ্রণে
আধুনিক প্রেস
২৫, শ্রীশ দাস লেন,
বাংলাবাজার
ঢাকা-১

বিনিময়
আঠার টাকা মাত্র

www.pathagar.com

আমার নিবাস নাই, আপাতত নাই কোন ঠাঁই
ভাসমান রণতরী, পাহারায় মোতায়েন আছি
নিজের দেহের নিজে, এতটুকু ভরসাও নাই
তবুও রয়েছি খাড়া জীবন মৃত্যুর কাছাকাছি।

এমন তৃতীয় বিশ্বের জনতাকে

www.pathagar.com

www.pathagar.com

কবিতা ক্রম

আম্মার তসবিদানা ৯
আত্মকথন ঃ অনুভূতিমালা ১০
বিরুদ্ধকামিতা ১১
মিছিল আসে ১২
চিহ্নহীন জনপদে ১৩
শোকগাঁথা ১৪
আজন্ম যাত্রা ১৫
একজন সৈনিকের আহ্বানে ১৬
ঊনিশ'শ প'চাশি ১৭
তৃতীয় বিশ্বের আমি এক
সোলায়মান আহসান ১৮
ডাক দিয়ে যায় ১৯
কূটতর্ক ২০
স্মৃতিস্পটগুলো ২১
শারেনেস্কির মাকে ২২
রণাঙ্গন থেকে লিখছি ২৩
অদৃশ্যের প্রতি ২৬
কল্পনার সাথে আলাপন ২৯
নগরীর একজন ৩০
আফগানদের প্রতি ৩১
আমার জবানবন্দী ৩২
প্রতীকী শব্দমালা ৩৩
খরা ঃ ঊনআশি ৩৪
হিরোশিমা দিবসে ৩৫
কবিপীরকে ৩৬
আমার চোখ ৩৭
কিন্তু ৩৮
নক্ষত্রের বিলাসিতা ৩৯
নেতার প্রতি ৪৩
ইঙ্গিত ৪৬
বিশ শতকের ইশতেহার ৪৭

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

আম্মার তসবিদানা

আমার জননী তাঁর এক ছড়া তসবি ঘোরান
প্রতিদিন অন্ধকারে, মগ্নচিতে বসে তক্তপোষে,
চাঁদের পিঠের মত যেন তাঁর হাত খসখসে
নামে ওঠে, কম্প্র ঠোঁটে কি যেন আবেশে গুণে যান।
আমার জননী নন কালজয়ী বোদ্ধা কোনো নারী
সময়ের কূটতর্কসম্পর্কিত নিয়মিত শ্রোতা,
দুটি যুদ্ধ দেখে আর ভৌগলিক দুটি স্বাধীনতা
ক্ষতিগ্রস্ত, ব্যস্ত তাই গুটাতে নিজের পাততাড়ি।

উজ্জ্বল তসবিদানা নিয়মিত ঘোরে তাঁর হাতে
বৃত্তাকারে, যেন রাতে গ্রহ-তারা নিজ কক্ষপথে
ভ্রমণে রয়েছে রত, পরস্পর ঠোকাঠুকি হতে।
সমস্যার সাথে এই তসবি নিয়ত সংঘাতে
যেভাবে প্রত্যহ রাতে কেঁপে ওঠে জননীর হাতে
কখন ঘটায় কোন্ দুর্ভাবনা, খসে, সর্বভূতে।

www.pathagar.com

ঘুরেছি অনেক পথ, শাশ্বতের অঙ্গীকার নিয়ে
এসেছি প্রাণের মাঝে, সন্ধানে নিরেট পেতে সুখ
হৃদয় বৃক্ষের বুক ভেদ করে গজানো অসুখ
পাতায় পাতায় জেগে ওঠেছিল ফেনিয়ে ফেনিয়ে।
শরীর-দেয়াল ফুঁড়ে জেগে ওঠা হৃদয়ের ক্ষত
আমার সকল গ্রাহ্য ইন্দ্রিয়ের লোকাচার শুষে
দাঁড়িয়ে সটান ফের, রক্তঝরা স্ফীত ফুসফুসে
কী এক বিনাশী কীট ছড়িয়ে ছিটিয়ে ইতস্ততঃ।

এরপর বহুকাল কেটে গেছে আরোগ্যোৎসবে
বিষুব রেখার প্রান্ত ছুঁয়ে থাকা স্থির পূর্বদিকে
আমাদের বসবাস, নিবারিত দুঃখে আর ক্ষোভে
মসীলিপ্ত প্রাণপাতে। যেতে চাই বিশুদ্ধ লৌকিকে,
অপেক্ষার তটভূমে আর নয় মুগ্ধ বাচনিকে,
বরং বিদীর্ণ করো, আপনাকে, ভরিয়ে সৌরভে।

www.pathagar.com

বিরুদ্ধকামিতা

বৈরীতা বরং ভাল ক্রিয়াহীন মিত্রতার চেয়ে
অক্ষম প্রেমের পরিবর্তে কাম্য হোক পাষন্ডতা
রক্তপাত ঢের ভাল রক্ত শোষণের চেয়ে ক্রমে
বন্দীত্ব অপেক্ষা মৃত্যু জীবনের দীপ্ত পরিত্রাণ,
শীতল রক্তের চেয়ে রক্তহীন অসুস্থতা ভাল--
যেহেতু বিলয়হীন মহান সৃষ্টির আশা বৃথা
প্রয়োজন পৌরুষের, সরাতে কালের অন্ধকার
সুগভীর তলা থেকে উপড়ান শক্তি মজবুত।

www.pathagar.com

মিছিল আসে

মিছিল আসে দূর-দূরান্ত গুমঘর হতে
মেকি সভ্যতার মুখে পেচ্ছাপ ঢেলে
মিছিল আসে নিয়তির নিষ্করুণ খেলায়
হৃদয়ের কপাটে লাথি মেরে, বুটজুতোর ত্রাসে
মিছিল আসে পত্রিকার পাতায়, বেতারে-ইথারে
লম্বোদর কলামে আর সচিত্র ফিচারে
মিছিল আসে নারীর বিভৎস ক্রুর লালসায়,
ক্রেমলিন হোয়াইট হাউস হতে সাংকেতিক জ্বলানেভায়
মিছিল আসে মানবাধিকার সনদ, অস্ত্রসীমিতকরণ চুক্তি
শিরোনামযুক্ত ইত্যাকার সন্ধির ওপর রক্তাক্ত পদাঙ্ক এঁকে
মিছিল আসে প্যালেষ্টাইন ল্যাটিন আমেরিকা আফগান সীমান্ত
হতে বারুদের গন্ধ শুঁকে শুঁকে
মিছিল আসে রক্তাক্ত বিক্ষত দেহে ধুঁকে ধুঁকে
ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়ে উন্মুক্ত চত্তরে, জেগে ওঠে মধ্যরাতে,
নিস্তব্ধতা চূর্ণ করে, আসন্ন সন্তান সম্ভবার
বিনষ্ট আর্ত চিৎকারে।

www.pathagar.com

চিহ্নহীন জনপদে

সাড়া নেই শব্দহীন, এমন কবর নীরবতা।
চিৎকার, আর্তনাদ কিছু নেই মূক-গতিহীন।

জীবনের স্পর্শ নিয়ে ইতিউতি সবুজেরা জেগে
যেথায় ক'দিন আগে মানুষের পদচিহ্ন ছিল
বিলুপ্ত সেসব আজ—পথহীন, সবুজ প্রান্তর—
নিরিবিলি চাহনিতে শ্বাপদের নিরাপত্তা নিয়ে
'মানুষ সুখেই আছে' প্রচারে সন্ত্রস্ত সবিনয়,
প্রাপ্যের সনদ পেয়ে শিশুরাও ভুলেছে রোদন
মাতৃদুগ্ধপানেতৃপ্ত ঘুমিয়ে পরম নির্বিকার।

অথচ অবাক একি! মৃত্তিকা টলছে আচানক।
দিগভ্রষ্ট সৈনিকের অশ্বখুর ধ্বনি কানে বাজে।
মানুষ টলছে বড়—নেশাগ্রস্ত মাতালের মত
আঙুলির কারুকাজে ফুটিয়ে ভনিতা—ধর ধর
বলনৃত্যরত সবে উচ্চকিত সংগীত মাঝে।

সুনীল আকাশ জুড়ে নক্ষত্রের ছুটোছুটি আর
সূর্যালোক অপসৃত, অন্ধকারে বিদ্যুতের খেলা ;
ধূম্রকূট গাঢ়তায় চলমান প্রেতের বিবর।
ফিসফিস স্বরে শুনি পরস্পর বাক্ বিনিময়—
নিশ্চুপ! নিশ্চুপ হও, এখন ভীষণ দুঃসময়।

তবুও সশব্দে যেন মোহমুক্ত চেতন জীবন
বধ্যভূমি হতে জেগে সভ্যতার স্মৃতিচিহ্ন নিয়ে
এগিয়ে আসছে ধীর—স্থবিরতা চূর্ণ করে করে
চিহ্নহীন জনপদে কালের পদাঙ্ক এঁকে এঁকে।

www.pathagar.com

যেখানে শিশুর কান্না (জীবনের প্রাপ্য অধিকার)
তাঁবুর ভিতর হতে সঙ্গীন উঁচিয়ে ছুটে যেত
পর্বতের পাদদেশে আছড়ে ধ্বনিত হত শত—
মাতৃত্বের গর্বসুখ অস্তিত্বের রচে দৃঢ় ব্যূহ।

পিতারা একেঁছে ছবি হৃদয়ের ক্যানভাসে এক ঃ
শত্রুর পাঁজর ভেদে গর্জে ওঠা রক্ত বহমান
জন্মভূমি সীমানায় সুরক্ষিত কাঁটাতার ঘিরে,
জাতকের ঠোঁট ঘষে, ফিলিস্তিন মুক্ত ফিলিস্তিন।

দুধের কসম খেয়ে দুধের বাচ্চারা সারি সারি
ট্রিগার টিপায় পেতো কী এক আনন্দ, কৈশোরিক,
পিতৃত্ব রক্ষায় দৃঢ় আগত দিনের স্বপ্ন নিয়ে
যেখানে ঢেলেছে খুন অবিশ্রাম ধূসরিত পটে।

সেখানে এখন মৌন-নিস্তব্ধ আত্মারা চুপিসারে
ধ্বংস স্তূপ হতে জেগে সহস্র কবর গুনে যায়.
জলপাইয়ের পাতা থেকে ঝরে শীতার্ত নিশীথে
শিশির বিন্দুরা, যেন হৃদয়ের জমাট বেদনা।

www.pathagar.com

আমাকে যেতে হবে
উচ্চারিত শপথের শানিত শব্দের ঝুরি রেখে—
মানুষের কাছাকাছি—প্রাণের আঙিনাতে।
অথচ বিরূপ স্রোতে নিরুপায় আমি
পারি না ডিঙাতে আদিগন্ত ছোঁয়া শব্দের বেড়া
রক্তাক্ত শ্লোগান, শপথ আর বক্তৃতার দেয়ালে
আমাকে সাঁটতে হবে মানুষের চোখের সম্মুখে
বিশ্বাসের চিত্রকলা।

এখন প্রয়োজন বড় আত্মার স্বকীয় উচ্চারণ।
চারিদিকে বাঁকাজলে অসহায় সন্তরণশীল
জীবনের কাছে গিয়ে, প্রত্যয়ের হাত নিয়ে ক্রমে
আমাকে এগোতে হবে নিরন্ত প্রয়োগ অভিঘাতে।

www.pathagar.com

একজন সৈনিকের আহ্বানে

সমস্ত পৃথিবী জুড়ে মানবতা বড় অসহায়
বিশ্বাসী আত্মারা ম্রিয়মান বিরুদ্ধতায়।

এমনি কালের তটে দাঁড়িয়ে সৈনিক একজন
প্রেমের অমোঘ বাণী প্রচার করেন পৃথিবীতে ঃ
যুদ্ধ নয়, অস্ত্র নয়, পরস্পর হানাহানি নয়
জীবনের পূর্ণতর লক্ষ্য হোক প্রেম-ভালোবাসা।

মানুষে বিভেদ নেই, নেই কোন বহু জাতীয়তা
বৈষয়িক মানদন্ডে মানুষের হবে না বিচার ;
হৃদয় দেয়াল হতে মুছে ফেলে বিরুদ্ধ লিখন
এসো, পূত জনতারা, পৃথিবীতে স্বর্গ গড়ি এসো !

কেউ তাঁর কথা শুনে ছড়াল বিদ্বেষ জনে জনে
কেউবা অলীক ভেবে শাসাল ভীষণ বারবার
রাজশক্তি ভীত হয়ে চালাল কঠিন অত্যাচার
তবুও সৈনিক সেই বিরত হল না এতটুকু।

অবশেষে একদল বিশ্বাসের রজ্জু ধরে এল
জীবনের মৌল পথে নিরন্ত শান্তির প্রত্যাশায়
বস্তুতঃ তারাই পেল সর্বদিকে পূর্ণ সফলতা।

প্রেমের মহান বাণী প্রচারিত হল চারিদিকে
পৃথিবীর মানচিত্রে জন্ম নিল নতুন ভূ-ভাগ
সে-ই এক কন্ঠ হল শতকোটি জনতার স্বর
মানবতা মুক্তি পেতে তারি পথে ধীর গতিমান।

www.pathagar.com

ঠিকঠাক আছে সব—প্রথাবদ্ধ নিয়ম মাফিক।

বঙ্গোপসাগরে ঢেউ, সাইক্লোন, বিপদ সংকেত,
পদ্মার ইলিশ ঝাঁকে ছে'ড়া জাল গলিয়ে আয়েসে
বেরিয়ে আগের মত দিব্যি যাচ্ছে ঘোলাটে পানিতে
নদীও আগের পথে বহমান নিজস্ব গতিতে।
কখনোবা স্ফীত হয়ে ভাসিয়ে ভূ-ভাগ করে খেলা
উপকূলী মানুষের প্রতীক্ষিত ফসল ছিনিয়ে ;
নৌকাডুবি, কুপোকাত, রেলে কিংবা বাসে ইত্যাকার
ঘটনা ঘটছে ঠিক নিয়মিত আগের মতন।

তবে কিছু বেড়েছে যা গ্রাম ছাড়া মানুষের দল
শহর-বন্দর-গঞ্জে ; 'নেই'দের নীরব মিছিল
এগিয়ে চলেছে ক্রমে বানের পানির মত, ত্রাসে।

বন্ধুদের মাঝে কারো অতিরিক্ত আহারে-বিহারে
বেড়েছে সামান্য মেদ, তদ্রূপ কমেছে কারো দেহ
কৃচ্ছতা সাধন করে, স্বাদেশিক প্রীতি প্রেরণায়।

বাজারে রয়েছে ভীড় ঝলমলে পোষাকী ক্রেতার
কড়কড়ে নোটগুলো উড়ছে বিপন্ন হাওয়ায়
পাশাপাশি দৃশ্যমান ঃ উচ্ছিষ্টের মাঝে নিত্য করে
মানুষ-কুকুরে কাড়াকাড়ি। পুরনো দিনের তিক্ত ছবি
স্মৃতি পথে দেয় হানা আশংকিত হৃদয়ে আবার।
আর কিছু ?
ঃ যথাযথ কুর্নিশের নিয়ম-কানুন
এবং যারা নিত কেড়ে পূর্বাপর মানুষের হক
হয়েছে বদল কিছু তাদের লেবাস ইদানীং
আর কোন বিবর্তন শাদা চোখে দেখি নাত আমি।

www.pathagar.com

তৃতীয় বিশ্বের আমি এক সোলায়মান আহসান

'রুশীয় মার্কিন তরী পরস্পর মুখোমুখি আজ'
সংবাদে হৃদপিন্ড আমার ভেদ করে
একটি বুলেট যেন বের হয়ে গেল
এফোঁড় ওফোঁড় হয়ে,
সেই সাথে ধোঁয়ার গন্ধ পেলাম যেন।

বস্তিগুলো পুড়ছে কোথাও নাকি?
আর ঝলসান মাংসের গন্ধে বাতাস ভারী হয়ে এল,
নাকি কেউ এইমাত্র আনবিক বোমা ছেড়ে চলে গেল
আমাদের জানার আগেই!
নয়।
তবু বড় অসহায় দিন কাটে রোজ
আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে,
তৃতীয় বিশ্বের আমি এক সোলায়মান আহসান
কাটাই জীবন বড় অনিশ্চিত সার্কাসী খোয়াড়ে।

সীমান্ত অঞ্চলে নাকি আমাদের
হাড়বুকগুলোর দিকে তাক করা আছে
ইঁদুর কলের মত মহাদেশীয় ক্ষেপনাস্ত্রগুলো
পাছে বিপ্লবী আজানের ধ্বনি ফুঁকে দেয় কেউ।

তাহলে আমরা কোথায় আছি! শত্রুর সীমানায় নাকি?
আমরা কি করেছি কারু অপকার?
সীমানা করেছি অতিক্রম?
তবে কেন আমাদের বধ্যভূমিতে শুনি অস্থি-র ঠোকাঠুকি?
কেন কানে আসে প্রেতের অট্টহাসি?
শকুনীর লুব্ধদৃষ্টি তবে কেন আমাদের প্রতি?
গুলীর শব্দ কেন আমাদের ঘুম কেড়ে নেয়?
লাঙ্গল-জোয়াল রেখে কেন তুলে নিতে হয় স্টেনগান হাতে?
আফসোস! এসব বোঝার আগে, জানাজানি হবার আগেই
জনতার শব মিছিলে
আমাকে কাঁধে তুলে যাত্রা করল যেন কারা,
ক্রেমলিন, না হোয়াইট হাউসের দিকে?

www.pathagar.com

যে মোহন পরিচ্ছদে আপনাকে বিভূষিত করে
রঙিন চশমা এঁটে সময়কে করছো হরণ
ভেবেছ এভাবে যাবে এলে-বেলে জীবন-মরণ
পানাসক্ত মদিরায় স্বপ্নরাঙা সৌধটিতে চড়ে।

যে জড়তা দিয়েছিল শতাব্দীর গোলামী-জিঞ্জির
যে আলস্য অতলান্তে নিচ্ছে যে অস্তিত্ব টেনে-টুনে
দেখ না বারেক চেয়ে, সন্তর্পণে ধরেছে সে ঘুণে
অসহায় প্রতিবিম্বে গৌরবের দৃষ্টি ছুঁড়ে তীর।

কবন্ধ কপাট খোল, টোকা দাও, জানাও খবর ;
জীবনের জনপদে চেয়ে দেখ স্থিতবাক লেখা ঃ
মানুষের মাথাগুলো হয়ে দৃপ্ত তীর চিহ্ন রেখা
গন্তব্যের পথ রচে ফলক এঁটেছে পর পর।

দেখ ঐ অনতিদূরে অযুতের মাঝে আন্তরিকে
দাঁড়িয়ে মালেক ভাই সবুজ পতাকা হাতে স্থির,
আয়ুব শাব্বীর আর হামিদেরা কাতারে নিবিড় ;
আমাদের ডাকছেন ইশারায় জান্নাতের দিকে।

এখন চেঁচাও সবে, নারা দাও-আত্তাকবির
পৌঁছে যাক মর্মাবধি রয়েছে যে সর্বশেষ ঘুমে
হয়নি কাতার বন্দী গৌরবের এ-ই রণভূমে
কালের দোলক দেয় ঘন্টাধ্বনি--দাঁড়াও হে বীর!

www.pathagar.com

সময়ের কূটতর্ক

দিনগুলো যে কথা বলার
অবহেলায় হচ্ছে যে পার
ধিক্ সবারে ধিক্।

ফুল ফোটাতে চাও যে ওরে,
চোখের পানি অকাতরে
ঢালতে হবে ঠিক।

এ অন্ধকার চিরতে হলে
রক্ত মশাল হৃদয় তলে
জ্বালাও চতুর্দিক।

রক্ত পিছল পথটি ধরে
জনমনে ভরটি করে
আসতে হবে ঠিক।

নদীর কূলে দাঁড়িয়ে যারা
ঢেউ গণনায় আত্মহারা
তারা জেনে নিক,

এ জীবনে দেখবে না আর
সবুজ রঙের নদীর ওপার
ধিক সবারে ধিক।

www.pathagar.com

স্মৃতি স্পটগুলো

এইতো এখানেই জন্মেছি আমি
এখানেই বেড়েছে দেহ, স্নেহের পরশে পরশে
সবুজের শিকড় গেড়ে কুসুমিত হৃদয়ে উঠেছি বেড়ে ;

এইতো এখানেই দেখেছি কত স্বপ্নের খামার, আমার।

চা পাতার বাগানে কমলার ক্ষেতে
কিষাণের সাথে মেতে মেতে
কাটিয়েছি কতদিন, আর
তাদের হৃদয়ের সাথে বেঁধেছি হৃদয় আমার
তাদের কোরাসে গান গেয়েছি কত পরাণের,
আজ যেন মনে হয় তার সাথে ছিল বুঝি ক্ষীণতর যোগ।
কাটেনা আগের মত মাটির মমতা রসে হরষে দিনগুলো
বালক বালক সুখ, পাখির পালক ছড়ান কোন পথে
আর হারাতে মন চায় নাকো
মনে হয় হারিয়েছি জীবনের সাঁকো ;
এইতো সেদিন আমি আমাতে সুখের ভেলায়
সাজিয়েছি কতদিন বেলা-অবেলায়, আজ
দেখছি গভীর চোখ মেলে জন্মের স্মৃতি স্পটগুলো
বারুদে বারুদে সব বিরান অঞ্চল, সব ফাঁকা খালি ;

জঞ্জালের স্তূপ হতে তবু ফের জেগে ওঠছে দেখি
জেগে ওঠছে অযুত প্রাণের করতালি।

www.pathagar.com

শারনেস্কির মাকে

তোমার ভালবাসা তোলে রাখার অবকাশ কোথায়
সুদূর আয়োজনে বিনীত প্রার্থনা প্রত্যাখ্যাত তাই
'ভালবাসা-ভালবাসা' বলে চিৎকার করো না
কেউ দেবে না ঢেলে তোমার তৃষ্ণার্ত গলায়
ভালবাসার অমিয় সুধা।

পাতি ঈশ্বরের রাজ্যে অশ্রু উধাও—উধাও আত্মা—উধাও প্রেম
উধাও বুকের ভেতর পোষ মানা হরিণ—উধাও মানবতা
ভালবাসা এখানে পাবে না ;

আমি ইতিহাস দেখেছি
নৃতাত্ত্বিক গবেষণায় দেখেছি কত শত জাতি-উপজাতি
সক্রেটিস, লুমুম্বা, স্পার্টাকাস এদের জেনেছি
বিশ শতকের গিঞ্জবার্গ, শারনেস্কিকে আমি তাই বুঝি
রোম-বাইজাইনটাইন-পারস্যের গৌরবময় কি কলঙ্কময়
ইতিহাস আমার জানা ;
আমি তাই কারো আশ্বাসে হই না আশ্বস্ত
হই না আশ্বস্ত হেলসেঙ্কি, সল্ট, জাতিসঙ্ঘের সনদে ;

ঈশ্বরের রাজত্বে বসে যারা নিরীশ্বর পৃথিবীর স্বপ্ন দেখে
তাদের কাছে যুদ্ধ প্রার্থনাই শ্রেয়,
আমি তাই এখন বৃক্ষের কাছে যাই না
নদীর কাছে যাই না
জীবনের মানে পেতে
আমি এখন পৃথিবীর দুর্লঙ্ঘ পর্বত শৃঙ্গের
কাছে জীবনের মানে খুঁজি
আমাকে হাতছানি দেয় এক জননীর আর্তনাদ
তাবত মানবতাবন্ধ কারাগারের প্রকোষ্ঠ হতে—
সে আর্তনাদ থু থু হয়ে ধিকৃত করে
উত্তপ্ত করে উত্তেজনায় উত্তোলিত করে আমার দুহাত।

www.pathagar.com

প্রিয়তমা,

রাস্তার পারে ক্রলিং করে করে
আমি বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছি,
টের পাইনা কখন সূর্য ওঠে
কখন রাতের চাঁদটা পূর্ণতায় হাসে
কখন তারারা ছুটোছুটি করে ;
শুনেছি সেদিন কম্যান্ডারের আদেশে
নতুন মাস ঝুলেছে বর্ষপঞ্জীতে,
বসন্ত এসেছে
টের পাইনি
পাতার মর্মর ধ্বনি
পরভৃতের স্বর বদলান
বুলেটের শব্দে চাপা পড়ে আছে
টা টা টা টা গুড়ুম্ গুড়ুম্ শব্দে
আকাশ ফালি ফালি হবার উপক্রম,

এখন আকাশে শাদা বকের
অথবা খয়েরী চিলের ডানা ঝাপটান নেই
শকুনীর সর্তক দৃষ্টি বিদ্ধ হয় না লোকালয়
বরং মিগগুলো ওড়ছে
রোদ পোহাচ্ছে, ডানা মেলে,
পদ্মার ইলিশের মতই
ঝিকিমিকি করে ওঠে তাদের রুপালী শরীর।

প্রিয়া আমার,
ইদানিং তোমার জন্য প্রতীক্ষিত দিনগুলো
কী এক দুঃসহ যন্ত্রণাকর!
কেবল বাঁচার সরঞ্জাম খুঁজি,
তোমার বিসময়ভরা দৃষ্টি আমায় হাতছানি দেয়
বার বার উদাস দৃষ্টি আমার ফিরে আসে
বিষন্ন থেকে চড়া
ম্লান হলুদ থেকে চড়া হলুদে
নীলে লালে ছেয়ে ছেয়ে
আমার সম্মুখ পথটুকু অন্ধকারে ডুবে যায়

www.pathagar.com

সলঝিনিৎসিনের 'দি গুলাগ আর্কিপেলেগো'র -
প্রাতিষ্ঠানিক নির্যাতন, বাধ্যতামূলক শ্রমব্যয়ের চেয়ে
মারাত্মক দুঃসহ আমার এখনকার প্রতিটি পল ;

তোমার ভালবাসা কী!
কী ভয়ানক পাপই করেছি তোমায় ভালবেসে!
যে বুক থর থর কেঁপেছিল
তোমার রক্তিম ওষ্ঠে চুম্বন এঁকে দিতে,
যে হাত মেহেদী রাঙা হয়েছিল
তোমার কোমল স্পর্শের জন্যে,
সেই বুক সেই হাত কী আশ্চর্য
দৃঢ়তায় স্টেন চেপে আছে ;
তুমি না দেখলে বিশ্বাস করবে না প্রিয়া,
মেহেদীর রঙ এখনো যায়নি মুছে
এখনো তোমার স্পর্শের শিহরণ শিরায় শিরায়,
হৃদপিন্ডের ধুকপুকের সাথে
তোমার ডাক আমি শুনতে পাই,
তবু পারিনা শিথিল হতে
জীবনের দামেও বন্ধপরিকর
—পিতৃভূমির স্বাধীনতা চাই।

আমার দেশ আমি জয় করে নেব
হায়েনারা পালাবে
মানুষ মানবতার সত্যিকার জগত ফিরে পাবে,
রক্তসূর্য আঁকা পতাকা দোলে দোলে স্বাধীনতার গান শুনাবে
আবার স্বাধীন বাউলের একতারায়
এ দেশের মানুষের সুখ-দুঃখ ঝংকৃত হবে—
মুক্ত হবে এ দেশের মাঠ-ঘাট বর্গীদের হাত হতে
একদিন এ প্রত্যাশা বুকে নিয়ে
তোমাকে নিঃসঙ্গ শূন্য দাওয়ায় ফেলে এসেছি,
তোমার স্পর্শের আগুনে পুড়ছি তাই এখন।

আবার ক্ষতস্থানটা টন টন করছে
রক্তঝরা বন্ধ হয়েছে কিছুক্ষণ আগে,
কালচে জমাট রক্ত সরালে
আবার ফিনকি দিয়ে রক্ত ঝরবে
ঠিক তোমার মুখটি হৃদয় থেকে সরানোর মত ;

www.pathagar.com

অন্ধকার ঘিরে ধরছে আমাকে
অক্ষরগুলো অস্পষ্ট হয়ে আসছে
হয়ত সন্ধ্যা হবে নিত্যকার মত
পাখিরা কুলায়ে যাবে
আমি শুধু বুলেটের শব্দ ধরে ধরে
এগিয়ে যাব গন্তব্যের আশায়।

প্রিয়া আমার,
কাল সোনালী ভোরে জয়ের নিশান হাতে
আমি আসছি প্রিয়তমা, আমি আসছি- - - - -

www.pathagar.com

অদৃশ্যের প্রতি

কোন এক গোধূলীতে
আজ মনে পড়ে না
একটি হৃদয় আমি রেখেছি জমা
সন্তর্পণে, কার কাছে, মনে নেই
অস্পষ্ট ছবির মত জেগে আছে
প্রস্তরিত হয়ে—স্মৃতির দেয়ালে ;

মাঝে মাঝে সজীব মনে হয় বড়
সবুজ জীবন্ত নড়াচড়া দেখি
পাতায় পাতায় মৃদু শিহরণ
অস্তিত্বের মহড়াটুকু,

ঝির ঝির থির থির কাঁপা নদীর মত
মৃদু ধ্বনি
মৃদু সাড়া
কল্লোল
হেলে দুলে ওঠা
ডাকাডাকি
দিগন্তে দিগন্তে হারাবার হাতছানি
এর বেশী নয় ;
অথবা কোন আঁধার রাতে
অলস মুহূর্তে দেয় হানা
ফিস ফিস স্বরে বলে—আমি আছি
আমি আছি
আমি আছি

সেই 'আমি'কে পারিনি আজো ছুঁতে
পাইনি পরশে পরখে—একান্তে

কেবলি হাঁসফাঁস
কেবলি ছুটোছুটি
ক্লান্তিকর এপাশ ওপাশ
হৃদয়ের বনে বনে
জীবনের গুঞ্জরণে

www.pathagar.com

বন্দরে বন্দরে
তারি প্রতি কী আকুতি আমার অস্তিত্ব জুড়ে!

এক স্পর্শহীন অনুভূতি সে
অলৌকিক দুঃস্বপ্নের মত
আমাকে তাড়িয়ে বেড়ায়
সর্বত্র দিবস-রজনী
যাকে আমি পাইনি কোথাও
দেখেছি মনে পড়ে নাতো!
অথচ তার কথা ভেবে ভেবে
রঙিন মাছের মত
ছড়াই সময়ের বুদবুদ
কাটাই নিঃসঙ্গ প্রহর—একাকি

সে আছে
সকল সজীবতার মাঝে
অস্তিত্বে মিশে
বিশ্বাসে প্রত্যয়ে
সকল কাজে-অকাজে
সে আছে আদিগন্ত বর্ণে, রূপময়
সৌন্দর্য-স্বরূপে।

সে আমায় ডাকে
নীরবে আড়ালে
নিঝুম রাতে
গোধূলীর প্রান্তসীমায়
কোন এক বিবশ মুহূর্তে
তার ডাক শুনে
আমি নদীর কাছে ফিরে যাই
নদীর চলার পথে ছড়ানো ছন্দ দিয়ে
তাকে আমি ডাকি
ডাকতে ডাকতে ডাকতে ডাকতে
সবুজের দেশ ছেড়ে আমি
পাহাড়ের প্রান্তে এসে লুটাই
সুউচ্চ পাহাড় আমায়
শপথের বাক্য শোনায়
আকাশের বিশালতার প্রতি আমি তাকিয়ে

www.pathagar.com

নীরব পাথর হয়ে যাই—চুপচাপ
কথা নেই
শব্দ নেই
রূপ নেই
গন্ধ নেই
শুধু অস্তিত্বের উপস্থিতি,
মনে হয় এ সবের মাঝে সে নেই
লুকিয়ে কোথাও কোন্ অচিন পুরীতে
অথবা আবদ্ধ থেকে কোন মায়াজালে
আমায় ডাকছে শুধু ইঙ্গিতে, ইশারায় ;
পাহাড় নদী বন সবার কাছে তাই ক্ষমা
নিস্ফল চারণে ;

অবশেষে
আপন মাধুরী দিয়ে
আনন্দ বিষাদে তাকে গড়ি
একান্তে, আপনার মাঝে
প্রাণময় অস্তিত্বের কাছে
বোধের তুলিকা দিয়ে
যাকে আমি সঁপেছি এ মন।

www.pathagar.com

কল্পনার সাথে আলাপন

সেদিন রাজার গলি হেঁটে যেতে কল্পনার সাথে দেখা।
পূর্ণিমার চাঁদ ছিল আকাশে, কেতকী পুষ্পগুলি
আমাদের ডাকছিল নীলিমায় সুনিবিড় হতে
সোৎসাহে এগিয়ে কাছে শুধালাম, কেমন আছেন?
জবাবে মুচকি হেসে বিষাদ বিষাদ দৃষ্টি ছুঁড়ে
নিসর্গের পাটাতনে ঠাঁই নিল ভাবলেশহীন।

জলের কিনারে সারি পাশাপাশি তাল-সুপোরীর
তরুবন ছায়া ঘেঁষে আমরা দুজন লম্বমান
পড়ন্ত চাঁদের পান্ডু জ্যোৎস্নায় দাঁড়িয়ে অনতি
রসিকতা করে ফের বললাম, নিপাট পোষাকে
মনে হয় বিজয়িনী, জীবনকে ভালবেসে অতি।

অবাধ্য চুলের ক'টি সরিয়ে কপাল হতে, হেসে
এবার উঁচিয়ে মুখ, কাঠিন্য ফুটিয়ে স্বরে, বলে ঃ
কাপড়-চোপড়ে যদি ভাল থাকা প্রকাশিত হয়
তবে সে বিচারে আমি ভাল আছি, সুখে আছি খুব।

আহত হলাম নিজে, আহত করেছি তাকে ভেবে
অবাক হলাম আরো 'মুখপুড়ি' নাম ছিল যার
কিভাবে সে মেয়ে হল এমন মুখরা অকপট,
চোখে-মুখে প্রকটিত টলোমল অলজ্জ ক্রন্দন।

এরপর কথা হল জগত জীবন নিয়ে, আর—
পুরনো দিনের সব সুখদ স্মৃতিকা ফুল ছিঁড়ে
মূল্যহীন মালাগাঁথা, বিস্মৃতির প্যারাসুটে চড়ে।

অতঃপর আর্তস্বরে ডাক শুনে কার, তাড়াঘড়ি
বিদায়ের হাত নেড়ে পরস্পর বিভক্ত হলাম।
পথে যেতে দেখলাম অগণিত জনতার ভিড়ে
জীবন জীবিকা ব্যস্ত মৃত্যুহিম ভয়ার্ত তাড়না।

www.pathagar.com

কাটে না জীবন তার সংজ্ঞাহীন বিমূর্ত নগরে
কেবলি প্রবোধ নিয়ে বেঁচে আছে অসহায় বড়
আগত দিনের ছবি দুটি চোখে এঁকে প্রতিদিন
নিভৃতে নিশুতি রাতে রচে তার সুখের কাহিনী।

দিবস কাটিয়ে দেয় শহরের ব্যস্ততম পথে
কখনো দু'পায়ে হেঁটে—কদাচিৎ তিন-চক্রযানে
বাসের হাতল ধরে কখনোবা পাড়ি দেয় পথ
কখনো পরখ করে ভীত চোখে জীবনের গতি।

ঘেঁষাঘেঁষি করে রোজ বেড়ে চলে সুউচ্চ প্রাসাদ,
রাজপথ বাড়ে ক্রমে, রাজাদের আনাগোনা বাড়ে
সব কিছু বাড়ে নিত্য—বাড়ে না তার-ই মাসোহারা
অথচ আশ্বিন শেষে বাড়িতে যাবার আমন্ত্রণ ;

'জীবন গুছিয়ে নিতে' আয়োজনে সাড়া দিতে হবে
শক্তিহীন কাঁধে তার তুলে নিতে দায়িত্ব এবার।
সেসব ভাবনা এলে স্বপ্নের বাগান লীন হয়
হৃদয়-আকাশে ঘটে বিদ্যুতের চমকান খেলা।

তবুও রঙিন নেশা নাড়া দেয় চেতনার ভিতে
সটান দাঁড়িয়ে বলে ঃ এ সমাজ ভাঙতেই হবে.

www.pathagar.com

আফগানদের প্রতি

পাহাড়ী ঝর্ণায় আজ খুন বহে যেন অবিরাম
গিরিপথ সচকিত—কে যায় কে যায় ওরা কারা?
'স্বয়ংক্রিয় মারণাস্ত্র' কথা কয়, পড়েছে কি সাড়া ঃ
খোদাদ্রোহীদের সাথে যুদ্ধ শুরু মুমিন বনাম।
সম্পূর্ণ নতুন এক পৃথিবীর নাগরিক হতে
কী এক উজ্জ্বল প্রভা চোখে মুখে, দ্বিধাহীন বুকে
মাড়িয়ে শ্বাপদভূমি মঞ্জিলে মক্সুদগামী পথে।

হৃতভূমি পাহারায় যুথবদ্ধ আফগান বীর
প্রজ্জ্বলিত বহ্নি বুকে দাঁড়িয়ে প্রাচীর দৃঢ়তায়
শত্রুর পাঁজর ফুঁড়ে বিদ্ধ হয় নৈরাশ্যের তীর
কেঁপে ওঠে গিরিপথ, প্রতিধ্বনি বলে বলে যায় ঃ
তাঁদেরি বরাতে লেখা চূড়ান্ত বিজয়—শতাব্দীর
যাঁদের হৃদয় ব্যেপে শাশ্বতের বাণী দোলা খায়।

www.pathagar.com

এখন সময় বড় প্রতারক, হন্তারক বটে,
মানুষ আবদ্ধ যেন গতিশীল জীবন সীমায় ;
রেসের ঘোড়ার মত পরস্পর দৌড়-ঝাপ মেরে
কোথায় চলেছে কোন ঠিকানাবিহীন কল্পলোকে!
পেছনে তাকিয়ে কেউ সময়ের করে না বিনাশ
জীবনের পাদমূলে গর্জিয়ে কোন সে দূরাগত
নিয়ত ডাকছে তাকে মুগ্ধতার অলিগলি হতে
শাশ্বতের দাবী নিয়ে শাপমুক্ত আসন্ন ভূ-ভাগে।

এখন নিয়ত যুদ্ধ, ঘরে ও বাইরে পরস্পর,
মিত্রতার আবরণে ক্ষুব্ধতার নীরব শিকার
প্রত্যহ হতেছে হত মানবিক বোধিবৃক্ষ শত ;
আত্মঘাতী বিজ্ঞাপনে, রক্তপাত বন্ধ থাকে শুধু।
তবু এ গতির মুখে বিপরীত উচ্চারণে কারা
এগিয়ে আসছে নিয়ে শতাব্দীর বিজয় প্রভাত।

www.pathagar.com

আমার বুকের মাঝে শিকড় গেড়েছে এক চারা
একদিন পূর্ণতায় বিকশিত হয়ে সুশোভিত
সবুজ পাতায় ভরে ফুলে ফলে আর পরিমিত
বাতাসে দোদোল দোলে ভুলাবে যে পথিকের তাড়া।
প্রগাঢ় ছায়ার নীচে দাঁড়িয়ে অমিয় স্বাদ পাবো
ভুলে যাব জীবনের ব্যর্থতার অভিযোগমালা
বিয়োগ বেদনা ভুলে, মুছে ফেলে জীবনের জ্বালা
সুখের আবাস খুঁজে পরিচিত ধামে ফিরে যাব।

তবুও হৃদয়ে আজো বাউলের একতারাখানি
কে যেন বাজিয়ে চলে অন্তহীন অরূপ সত্তারে ঃ
'পথিক সুদূরে চল!' বলে কেউ দেয় হাতছানি
সাজান সুখের লাল কপট হরিণী বারে বারে,
ক্ষণিকের পরিচয়ে হয়ে গেছে সব জানাজানি
অতএব ব্যর্থ হবে, ডাকাডাকি অনল অঙ্গারে।

www.pathagar.com

জ্বলন্ত আগুন রোদে উপত্যকা বনাঞ্চল আর
খাল-বিল-নদী-নালা শুকিয়ে বিদীর্ণ পথঘাট,
জীবনের সাড়া নেই আদিগন্ত সবুজ লোপাট,
সোনালী ধানের শীষ জ্বলে-পুড়ে হল ছারখার।
প্রকৃতির মাঝে নেই সবুজের মুগ্ধ সজীবতা
কর্মহীন কৃষকের দুটি হাত আকাশের প্রতিঃ
'বৃষ্টি দাও, বৃষ্টি দাও' স্বরে ঝরে প্রাণের আকুতি
বুভুক্ষু মানুষ পশু চারিদিকে ম্লান নীরবতা।

'সুজলা সুফলা দেশ' বাঙলার চির পরিচয়
প্রাগৈতিহাসিক হবে, আগামীতে হবে রূপকথা?
প্রমত্তা নদীর বুক শুকিয়ে কি হবে মেঠোপথ?
রূপালী ইলিশ, আম-কাঁঠালের স্বাদ মধুময়
ভুলে যেতে হবে সব, বার্ধক্যের হবে স্মৃতিকথা?
অথবা সুস্পষ্ট বুঝি সভ্যতার সাথে যে বিরোধ।

www.pathagar.com

হিরোশিমা দিবসে

ঘুমে কিংবা জাগরণে বোধের অতীত অনুভবে
বেশীদূরে না এগোতে দাঁড়াই, সম্মুখ বরাবর
বিধ্বস্তের স্তূপরাশি ইতস্ততঃ নীরব কবর—
সংখ্যাহীন চারিদিকে পড়ে আছে নিদারুণ ক্ষোভে।
এখানে আদম ছিল, প্রাণের স্পন্দনে সচকিত
প্রকৃতির বক্ষমাঝে বলীয়ান তপ্ত লেনদেনে
মানবিক সম্পর্কিত সাহজিক নিয়মকে মেনে
বর্ণাঢ্য জীবন ছিল, স্বপ্নসাধ, পরিপূর্ণ স্মিত।

এখানে বসত ছিল, পরস্পর করেছে বড়াই
রচে প্রতিযোগিতার অট্টালিকা মুগ্ধ কারুকাজ,
এখন সকল পড়ে, মৌন শোকে, তারা আজ নাই
যারা গড়েছিল এই সভ্যতার শিরোস্বর্ণতাজ।
আর নয় হিরোশিমা, নাগাসাকি আর নাহি চাই—
শান্তির উদ্যানে এসো শপথে সবল হই আজ।

www.pathagar.com

কবিপীরকে

তোমার বুকের মাঝে অন্তহীন প্রেমের নহর
ঘাত-প্রতিঘাতে আজো গতিমান চলে নিরবধি
তারি স্রোতোধারা মিশে আমার বুকের ক্ষুদে নদী
প্রশস্ত হয়েছে, আরো গতিশীল, হয়েছে প্রখর।
হয়তো তোমার সাত সাগরের মাঝি—সিন্দাবাদ
কিশ্‌তিটি ভাসাবে না আমার সংকীর্ণ দরিয়ায়
সিরাজাম মুনীরার শাফায়েত পাব কিনা হায়!
দয়াল হাতেম তা'য়ী জুড়াবে কি এসে অবসাদ (?)

তবুও কুটীল স্রোতে শংকাহীন প্রানপণে লড়ি
না-লায়েক আমি এক সর্বদাই নিয়োজিত রণে
সকল ভ্রুকুটি সয়ে মূঢ়তার প্রতিবাদ করি,
আসন্ন দিনের ডাক দিয়ে যাই প্রতি জনে জনে।
অতএব কবিপীর, ডরাই না আমি, রণতরী
মহান প্রভুর ডাকে ভাসিয়েছি দ্বিধাহীন মনে।

www.pathagar.com

আমার চোখ

আমি আজ স্বপ্নাকুল হৃদহৃদ পাখি হতে চাই
পৃথিবী মৃত্তিকা স্পর্শে স্বাদ পেতে পরিপূর্ণতার,
খুলে ফেলি সেই সাথে অধমর্ণ পোষাক-আষাক ;
নিজেকে আদিম ভেবে নিরাপদ, খাড়া লম্বমান
যেন কোন জেগে উঠা প্রাচীন পর্বত গুহা হতে
প্যাপিরাস পাতা হাতে দৃশ্যমান অভুক্ত পুরুষ
তাবত সৃষ্টির প্রতি চোখ রেখে খুঁজি পদছাপ
যে পথে বিলীন এক আমাদেরি হৃত যুগভেরী।

আমার দৃষ্টির ঝাঁজে জ্বলে ওঠে অসভ্য লেবাস
কেননা আমার চোখে পিতার খোয়ানো দুটি চোখ
প্রপিতামহের, আর লীয়মান পূর্বপুরুষের।
আমার চোখেরা তাই সচকিত, তার চেয়ে মন ;
লুকনো যাবে না কিছু, পর্দাহীন, বিরূপ ভীষণ
ক্ষেপনাস্ত্রের চেয়েও মারাত্মক কূটক্রিয়াশীল।

www.pathagar.com

কিন্তু

কিন্তু এ তৃষিত চোখ আলো চায়, তীব্র সূর্যালোক ;
অন্ধকার হাতড়িয়ে বিগত সময় অপচয়ে
সাজিয়ে সুদীর্ঘ কালো ইতিহাস তুহীন অক্ষরে
অনাহারী পতঙ্গের যুগিয়েছে আহার, আবাস।

কিন্তু এ ত্রিকালদর্শী দুটি চোখ প্রতিকার চায়,
ফুলের সৌরভে মন বিমোহনে অপারগতায়
চেতনার স্বর্ণলতা লতিয়ে প্রলম্ব অবিনাশী,
অসম বিরোধে দ্রোহী পরস্পর আপন বিকাশে।

কিন্তু এ পীড়িত চোখ স্বকালের ভস্মস্তূপ দেখে
সারিয়ে তুলতে চায় দারুণ শিল্পীত প্রতিরূপে,
স্পর্শগন্ধময় এক অলৌকিক আনন্দ-উদ্যানে
তৃপ্ত হতে চায় দেখে আপন সত্তার উপস্থিতি।

www.pathagar.com

১.

আমি ত ছিলাম মৃত মরহুম হবার আগেই
চকিত তাকিয়ে দেখি নিরলস আমার ধমনী
অলৌকিক আঙুলীর স্পর্শে বাজে সুমধুর ধ্বনি
বিমূঢ় স্তব্ধতা চিরে মৃদু লয়ে চলেছে বেজেই।
আমি ত ছিলাম এক আরণ্যক বর্ণলীন পাখি
জীবন জাগার গান গাইতে ভীষণ ছিল ভীত
যার সুর সুরভিতে হয়েছে বিমনা বিমোহিত
এমন স্বজন কেউ করে নাই কভু ডাকাডাকি।

আমায় দেখেনি কোন সজীব আত্মার মৃগচোখ,
করেনি বসত কেউ হৃদয়ের পতিত গুহায়।
রাতের আঁধারে গেছে শেফালিকা ঝরে বীতশোকে
ব্যথার রাগিনী হয়ে অবিরাম সুর-মূর্ছনায়।
আমায় জাগিয়ে তোল, শুভ্রতার হৃত চন্দ্রালোকে
বিমুগ্ধ পরশে ফের আলোকিত স্বপ্নীল নিশায়।

২

আমার সুদূরাকাশে সূর্যরাঙা দূরবর্তী এক
আশ্বিনের শিহরিত আনন্দ—বিষাদ করপুট,
বাতাসে উড়ছে যেন স্পর্শহীন বিষাদিত মেঘ
অবারিত নক্ষত্রের উজ্জ্বলতা করে নিয়ে লুট :
আদিম বাউল বেশে হেঁটে যায় লোক-লোকালয়ে
যদিও সৃষ্টির বীজ অঙ্কুরিত নিপাট পোষাকে
হৃদয়েতে তারি ধ্যান অনুক্ষণ করে ক্ষয়ে ক্ষয়ে
কি হবে বিলীন হয়ে, মগ্নতায়, জীবনের পাকে!

প্রেম ত অস্তিত্বহীন হৃদয়ের চতুরঙ্গ খেলা
যে জন সাধন করে, প্রহত-ধ্বনিত পাটাতনে—
কুড়ায় স্মৃতিকা ফুল খিন্নজীর্ণ ক্লান্তিকর ক্ষণে
অতঃপর সাঙ্গ করে হারিয়ে জীবন হেলাফেলা।
স্বর্গ পরিক্রমা তবু গতিমান রয় যে কারণে
শৃঙ্খলিত প্রতিশ্রুতি, প্রত্যাহৃত আর অবহেলা।

www.pathagar.com

৩

জানি না কেমনে বাজে করস্পর্শে সেতারের বুক
সুরের মূর্ছনা ঝরে কেমনে জানি না ছ'টি তারে
অথবা মোহন সুরে বাজিয়ে চলেছ তুমি কারে
প্রতিদিন নম্রহাতে, হৃদপিণ্ডে, কার ধুকপুক।
দ্বাদশীর শুক্লচাঁদ ডুবে ডুবে যবে ভেসে যায়
তোমার নিপুণ হাতে 'মালকোশ' হয় প্রাণময়
তখন সুরের ছড়ে ভর করে কে সে কথা কয়—
তোমার হৃদয় ব্যেপে চুপি চুপি শিরায় শিরায়?

সুরের জগতে যারা আত্মমগ্ন তাদের নিবাস
নক্ষত্রের কাছাকাছি (নিরুত্তাপ জ্বলা শুকতারা)
আকাশ মৃত্তিকা জুড়ে মুগ্ধতার বিনয় উচ্ছ্বাস
কবি ও সাধক প্রাণে টোকা দেয়—দেয় তীব্র নাড়া।
নির্বেদ শব্দ ও সুর লীন হয়ে ক্লান্তিতে অশেষ
বোধের অতীত বোধে—মৃতপ্রায় নিবিষ্ট আবেশ।

৪

তোমার চোখের মাঝে আগন্তুক সত্তাটি আমার
আচানক তড়পায় মুক্তহীন পাখিটির মত
আঁতকা উড়াল দিতে বাসনারা জেগে ওঠে শত,
আমাকে তোমার মাঝে ডুবিয়ে ডুবিয়ে বারবার।
দৃশ্যতঃ উপায়হীন, সম্মোহনে নির্নিমেষ চোখে
জ্বলে দুটি তারা যেন সমতল ছুঁই ছুঁই নদী
গমক্ বাতাস পেয়ে দেদোল উছলে ওঠে যদি
মুহূর্তে প্লাবিত হবে স্বপ্নময় বীজ বোনা বুকে।

চেতনার করিডোরে বসে আমি বিমুগ্ধ সোপানে
আপন মাধুরী দিয়ে হৃদয়ের ক্যানভাসে আঁকি
দুটি চোখ, রাত্রিদিন ; অবশেষে বিবশতা আনে
হয়না কিছুই আঁকা পরোক্ষে নিজেকে দিই ফাঁকি।
অতঃপর স্পর্শে গন্ধে চেয়ে দেখি আছে সব স্থানে
মুগ্ধতার ইন্দ্রজাল, পরস্পর শুধু ডাকাডাকি।

www.pathagar.com

৫

'বাঁচাও বাঁচাও' বলে শেষ কথা বলে দিয়ে চুপ
সমুদ্রের অতলান্তে রহস্যের কোন সে আড়ালে
স্বপ্নের ঝিনুক হয়ে এলেবেলে বিনম্র দাঁড়ালে,
কোজাগরী কেটে গেছে এরপর নিঝুম নিশ্চুপ ;
কত কাল বয়ে গেল লোনা পানি করে চাষবাস
কত যে ফেলেছি জাল নোঙারবিহীন বরাবর,
দক্ষিণ-পশ্চিম-পুবে, বিনিদ্র কেটেছে, অতঃপর—
জেনেছি অতল তলে আরেক জীবন করে বাস।

সে জীবনে নেই রঙ, চেয়ে থাকা স্থির দৃশ্যপট
মৃত প্রবালের দেহ স্তরে স্তরে বেঁধেছে জমাট
স্বপ্নের জাহাজ এসে মৈনাকের সাথে লেগে চোট
বেহাল হয়েছে পাল, সব কিছু হয়েছে লোপাট
যা ছিল আমার বলে, নিয়ে গেছে প্রেমিক কপট
উধাও হয়েছে আরো চুকিয়ে সে জীবনের পাঠ।

৬

আঙুলি নির্দেশে তুমি বলেছিলে তার মত হও,
দেখিয়ে নক্ষত্র এক। আমি স্থিরলক্ষ্য প্রতিজ্ঞায়
বাড়িয়ে চলেছি হাত ভবিষ্যত ক্রম অনুজ্ঞায়।
সুনিবিড় হতে ; ছোঁয়ে জানলাম শেষে তুমি নও
সৌভাগ্যের বার্তাবহ। চাঁদের নিকট বসবাস
মাঙ্গলিক রেখাচিহ্ন দীর্ণতাও অমঙ্গলকে ডেকে
শনির নিকট ক্ষেত্রে জটিলতা বিপাককে দেখে
হিত-প্রাপ্তি যোগ বলে করেছে বিনম্র উপহাস।

এখন কোথায় যাই বিধিলিপি কি করে খণ্ডাই,
উজান ভাটিতে নিত্য স্বপ্নকে আমার ভেঙে চুরে
হৃদয়ের আঙিনায় গড়ে চলে মরুভূ সিনাই!
ধূসর বালুকা তটে তবু আমি করপুট জুড়ে
বাসনার ইট গেঁথে মুগ্ধতার প্রাসাদ বানাই,
নিরত ফোটাই তাকে নিপুণ শিল্পীর মত খুঁড়ে।

www.pathagar.com

৭

তোমায় দেখিনি কভু—হয়নি বিমুগ্ধ আলাপন
তবু মনে হয় যেন প্রিয় চেনা পরিচিত খুব ;
হৃদয় সেতারে যার আঙুলির স্পর্শে চুপ চুপ
ওঠে সুরধ্বনি সে কি তুমি নও, অরূপ গোপন ?
না হয় অদেখা তুমি (বিলল তনুকা অবয়ব),
রঙের পশরা নিয়ে আঁকিবুকি করে অপচয়
হবে না হয়তো আঁকা চিরায়ত ছবিটি নিশ্চয়
কে বলে সে চিত্রখানা মুগ্ধতার মিথ্যে অনুভব !

চোখের গোচরে দেখা, স্বরূপকে নিমীলিত চোখে
সবাই তেমন দেখে, অহরহ, সাধারণ অতি—
সৌন্দর্য বিলাসী মন আপনাকে দেয় যে আহুতি
মনের মাধুরী দিয়ে উপমায় সাজিয়ে পুলকে ;
কিন্তু যে দেখেনি রূপ, স্পর্শে কিংবা প্রাপ্ত দৃশ্যালোকে
তেমন দেখতে হলে প্রয়োজন আত্মমগ্ন জ্যোতি।

৮

প্রতিদিন এখনো যে নিয়মিত চিঠি লিখে যাই
নীলাভ কাগজে আঁকি হৃদয়ের কত ছবি কথা
রঙ ও তুলিকা দিয়ে মনোরম সাজিয়ে অযথা
এরপর পায়ে হেঁটে ডাকবাক্সে পুরে আসি তা-ই।
প্রতিদিন হৃদয়ের চিলেকোঠা হতে একে একে
সুখের পায়রাগুলো উড়ে যায় আকাশ-বিবরে
সাজিয়ে জলসা ঘর ডাকি তবু বেদনার্ত স্বরে—
কাছে আয়—কাছে আয় নীলিমার মুগ্ধতাকে রেখে।

পরিত্যক্ত ডাকবাক্সে লিপিকা আমার থাকে পড়ে
গতিহীন বিপন্নিতে খুলে না তা ডাক-হরকরা
অথবা পেয়েছ তুমি অপর ঠিকানা আনকোরা
আমাকে ভুলেছ তুমি ; সুখস্বপ্নে তোমার অন্তরে—
বেঁধেছে সুখের ঘর, আমাকে হনন কেউ করে ;
কিম্বা মৌন অভিমানে নিরুত্তর, ওগো মনোহরা !

www.pathagar.com

নেতার প্রতি চিঠি

কর্মব্যস্ত শহরের এক ট্রাফিক আইল্যান্ড
থেকে শরতের এক স্বচ্ছ বিকেলে

সম্মানিত নেতা,
একজন পিত্তপোড়া নাগরিক
কী এক আকুতি নিয়ে বোঝান যাবে না
আপনার দর্শনপ্রার্থী হয়েছিল সেদিন
অথচ পোষাকী জনতার ভালবাসার ব্যূহ ভেদ করে
আপনার নাগাল পেল না।

শুনেছি প্রাচীনকালে কোন রাজপুরুষকে
কলমী ব্যবসায়ীরা স্তুতিনামা উপঢৌকন পাঠাতেন
আমি 'দ্য প্রিন্স' কিম্বা 'শাহনামা' লেখা ভাবতে পারি না
বরং এ দুটি আমার কাছে সমভাবে মূল্যহীন এবং
বিকারগ্রস্ত মানুষের প্রলাপ বলে মনে হয়
তাই, এ যুগের ম্যাকিয়াভেলী ফেরদৌসীদের প্রতি আমার
করুণা উদ্রেক হয় শুধু
অতএব, আমার এ চিঠিতে তেমন কোন ইচ্ছার
বিন্দুমাত্র প্রয়াস নেই,
আগেই বলছি, আমার এ চিঠি নিতান্তই শাদামাটা
তবে একেবারেই বেখাপ্পা নয়।

বেয়াদবি মাফ করবেন, দেখুন, আপনার প্রতিকৃতি পত্রিকা কিম্বা
যেখানেই দেখেছি, আমার অন্তরাত্মা তখন
অমূলক আশংকায় মৃদু কেঁপে ওঠেছে
এবং হৃদয়ে জেগেছে কিছু প্রশ্ন
বিষয় গুরুত্বের দিক দিয়ে তা নিতান্ত উদ্ভট
অতএব দ্বিধাগ্রস্ত আমি
যেন দেখেছি প্রতিকৃতির এক তুমুল লড়াই
এবং যার মাঝে জীবন্ত মানুষের নাভিশ্বাস,
তাই সেদিন আপনার সহৃদয় উপস্থিতি
স্বতঃস্ফূর্ত জনতার মিছিল শ্লোগান প্ল্যাকার্ড ফেস্টুন
আমাকে ফের ভীত করেছে,
বলা যেতে পারে সে কারণেই এ চিঠি।

www.pathagar.com

আমি যেখান থেকে লিখছি
তার বামপাশে সুসজ্জিত বক্তৃতা মঞ্চ,
হা- অন্ন জনতার মুহুর্মুহু, করতালি,
'জিন্দাবাদ' ধ্বনিতে মুখরিত
এবং সুশোভিত শিশুপার্ক, সংগীতের মহড়ায় সূচিত আয়োজন
আর আমার ডানপাশে খণ্ড খণ্ড জনতার অস্থির পদচারণা
হাতে প্রাচীন অথচ জীবন্ত অক্ষরমালা ঃ
'ভাত কাপড় বাসস্থান
আমরা চাই সমাধান।'
এ ছাড়া সম্মুখে কুকুর-কুকুরীর একটানা ঘেউ ঘেউ ধ্বনি।

এখন বিকেল গড়িয়ে গোধূলীর প্রান্ত ছুঁই ছুঁই, একটু পরেই
জনতার হাতের অবসরটুকু কেউ পার্কে কেউবা খেলার মাঠে খরচ করে
যে যার আপন ধামে ফিরে যাবে।
এরপর পথের কোলাহল থেমে যাবে
ক্লান্তিতে ঝিমান এক অস্ফুট নীরবতা এসে শুয়ে থাকবে শহরে
আর তখন লাইটপোস্ট বেল সাইন নিয়ন সাইনগুলো জ্বলে ওঠে
প্রচার প্রতিযোগিতায় নিয়োজিত হবে
অবশেষে সংগীতের ভাষায় আরেকবার মুখর হবে শিশু উদ্যান

নেতা, এইমাত্র যিনি বক্তৃতা মঞ্চে তর্জনী উঁচিয়ে
চিৎকার ছাড়লেন 'বিপ্লব বিপ্লব' বলে
আমি তার আঙুলি হেলনে বাঙলাদেশের মানচিত্র দুলে ওঠতে দেখলাম,
আমি স্পষ্ট দেখছি
দু'দল পতাকাবাহী জনতা এগিয়ে আসছে সেই মঞ্চের দিকে
একটি পতাকায় রক্তের দাগ—রক্তাক্ত
অপরটি সতেজ ঘাসের মত সবুজ-সোনালী আলোয় উজ্জল ;

নেতা, একদল বক্তৃতা পাগল জনতা সেদিন
প্রবল ঘূর্ণিঝড়ে আক্রান্ত হয়ে পথেই হারিয়েছিল পথ
সাফল্যের গাঙ পেরোতে না পেরে তীরেই গেঁড়েছিল বসতি
অবশেষে সেই জনতা প্রবল ঝড়বৃষ্টিতে আক্রান্ত হয়ে
ফিরেছিল আপন স্থানে,

এখন ট্রাফিক আইল্যান্ডে জনতার ভীড় বেড়েই চলেছে
দু'পথেই অরুচি অথবা ভীত যারা

www.pathagar.com

তাদের অবস্থান রাস্তার এ নিরাপত্তাটুকু দিয়েছে নির্ভরতা
অবশ্য তারা জীবনবিমুখ কিম্বা শূন্যচারী নয়
প্রমাণিত আচার-আচরণে, পোষাকে,
বরং, তারা প্রবলভাবে জীবনবাদী নান্দনিকতায় বিশ্বাসী হয়ে ওঠছেন,
আজ আমিও বসেছি স্রেফ জিরিয়ে নিতে—স্থায়ীভাবে নয়
আর পরিমাপ নিতে পথের দীর্ঘতার।

নেতা, আমি স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করেছি
বিধ্বস্ত হয়েছি ভেতরে ও বাইরে
অথচ মুক্তিযোদ্ধা (?) হতে পারিনি
আমার সামনে শত-সহস্র মুক্তিযোদ্ধা হয়েছে রণাঙ্গনে না গিয়েই
বেয়োনেট অঙ্কিত সার্টিফিকেট হাতিয়ে কেউকেটা হয়েছে অনেকেই
কেউ দেশমুক্তির সাথে সাথে লিপ্ত হয়েছে নিজের ভাগ্য পরিবর্তনে
আর এর প্রতিবাদ করে অনেকেই বধ্যভূমিতে গেছে
আমার দুটি পা নেই বলে—নেই গলার স্বরের তীব্রতা—তাই
পারিনি আমি—শুধু প্রত্যাখ্যান করেছি ঘৃণাভরে অমন কিছু প্রস্তাবাবলী

গুলীবিদ্ধ শরীর থেকে স্বাধীনতার বুলেটটি বের করে যে প্রশান্তি
লাভ করেছিলাম একদিন, তার সাথে এসব ছোট খাট অশুভ
লেনদেন ভাবতেও পারিনি

আমি তাই আবার লিপ্ত হয়েছি মুক্তিযুদ্ধে
অভুক্ত কলম হাতে বৃহৎ মুক্তির আশায়
ভয় শুধু, হঠাৎ ভাগ্য পরিবর্তনে বিশ্বাসী জনতাকে।
পরিশেষে
দুঃখের নিঃশ্বাস ছেড়ে আমি
এক পিত্তপোড়া নাগরিক

www.pathagar.com

ইঙ্গিত

এখানে ওখানে ঈশানের কোণে ঘনঘটা, ত্রাস।
বিবর্ণ গোলাপ রঙে ছেয়েছে আকাশ ; এ—কিসের
ইঙ্গিত বুঝি না, শুধু শঙ্কা জাগে, এই বুঝি ফের
শতকোটি মানুষের রক্ত আর গ্লানির আভাস।

কাবার চত্বর দেখি শতাব্দীর সূর্যোদয় কালে
মানুষ শোণিতপাতে ছড়িয়েছে সচকিত ভীতি
ম্লান হয়ে গেছে যেন উজ্জল তোমার উপস্থিতি ;
কামনা তোমার যাত্রা শুভ হোক এরি অন্তরালে।

আরব সাগরে ক্ষুব্ধ রণতরী মুখোমুখি আজ
পাশব শক্তির মদমত্ততায় বৈনাশিক রূপে
অথচ পৃথিবী গ্রস্ত বন্যা খরা মারীর প্রকোপে
ক্ষুধার আহার দিয়ে সীমান্ত রেখায় সাজ সাজ।

তবু যেন মনে হয় মৃত্যু আর এই রক্তপাতে
রচনা করেছে এক নতুন বিজয়, সম্ভাবনা,
বিভক্ত মানব মাঝে পরস্পর রচে বনিবনা
তৃতীয় বিশ্বের বুকে আসবেন একজন হাতে—

সত্য আর সুন্দরের দন্ড নিয়ে, এক উৎসবে
প্রভুর অমোঘ বাণী ঘোষণায় সচকিত করে।
হৃদহৃদ ক্লান্তি ভুলে সেই সুখে নীলিমায় ওড়ে
প্রার্থনার গীত গাবে, হৃস্টতায় বিমুগ্ধ সরবে।

তারপর কোষমুক্ত তরবারিগুলো দিকে দিকে
ঝলকে ঝলকে যাবে সম্মুখে ; প্রয়োগ অভিঘাতে
মাৎস্যন্যায়ের হবে অবসান। স্বর্ণালী প্রভাতে
নাজাতের সূর্যোদয়ে আলোকিত করে পৃথিবীকে।

www.pathagar.com

মাঝে মাঝে আমার বড় ক্ষোভ জাগে
আমি কেন হলাম না একজন যুদ্ধবাজ সৈনিক
আমার হাতে যদি থাকত একটা কলমের পরিবর্তে
অত্যাধুনিক মেশিনগান, অথবা এন্টিএয়ারগানের ট্রিগারে
এই ব্যাকুল আঙুলগুলো
তবে হয়তো হৃদয়ের ঘুমন্ত ভিসুবিয়াসটা
জেগে উঠতে পারত সম্পূর্ণ পারংগম হয়ে
কিংবা নায়াগ্রা জল প্রপাতের মত ভেঙে-চুরে দিতে পারত
হৃদয়ের গিরিপথ—তাবৎ সংকীর্ণতা

কোন্‌টা শক্তিধর? একটা কলম, না মেশিনগান?
মাঝে মাঝে প্রশ্ন রাখি আমি প্রজ্ঞার কাছে,
তুমুল বিতর্ক হয়। সঠিক জবাব পাই না। আফসোস!
কখনো নিজেকে একটা স্থূল কলম অধিকারী অসহায়
জীব ভেবে উপহাস করি.
বন্ধুরাও হাসেন যত্রতত্র, সাম্রাজ্যবাদী সুন্দরী নারীরাও ;
আর মুদ্রাস্ফীতির সমাজ? বিশ্রী ঠা ঠা হাসিতে
ফেটে পড়ে আদিগন্ত

তবু আমি আলিফের মত একটা কলম ধারণ করে
খাড়া দাঁড়িয়ে আছি।
আমার বিত্ত নেই, চিত্তের বড়াই করি বেহুদা।

আমি দ্বিতীয় মহা সমরের নায়ক হিটলারের কাহিনী
পড়তে পড়তে
কিংবা আনবিক বোমার ধ্বংস ইতিহাস ঘাঁটতে ঘাঁটতে
কলমের কালো আঁচড়ে একটি শান্তির উদ্যান রচনা করি
জানি মানুষের হিংস্রতা ক্রোধ মদমত্ততা ভালবাসার
এই উদ্যানে সংকুলান হবে না কখনো
আর ঐ স্থূল কলমের দামে কিনতে চাই আমি
গোটা পৃথিবীর পারমানবিক শক্তিধর তাবৎ সমরাস্ত্রকে।
কিন্তু হায়! আমার প্রিয়জনরা, যারা শান্তির কপোত উড়াতে ব্যস্ত
আমাকে একটা পরাজিত সৈনিক হিসেবে চিত্রিত করে হাসে

www.pathagar.com

হাসতে হাসতে তারা ইতিহাসের এন্তার নজীর তুলে
আমার সুকুমার বৃত্তির যাচাইয়ে হয় নিয়োজিত।

কখনো আমার মনে হয় আমি কলমকে ধারণ করে
ক্ষমাহীন অপরাধ করেছি
যে অপরাধের খেসারত পূরণে তেল সমৃদ্ধ দেশের
আনুকূল্যও অক্ষম
তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল (?) দেশের একজন যুবক হয়ে
আমার তারুন্যকে বিপথগামী করেছি
আমার যৌবন সাহস ব্যয়িত হওয়া উচিত ছিল যুদ্ধাস্ত্র চর্চায়
কেননা যেখানে কলম নয় যুদ্ধাস্ত্র
যুক্তি নয় শক্তি
স্বস্তি নয় অস্থিরতা
জনগণ নয় ব্যক্তি
আর আদর্শ নয় অনাদর্শ মোক্ষম সর্বদিকে

আমার তাই মনে হয় সেই যে একাত্তরে
যেভাবে বুকে স্টেন চেপে ধ্বসারিত জনপদে শব্দ ছড়িয়েছিলাম
সচকিত করেছিলাম বিজয়ের আনন্দ চিৎকারে
ঠিক সেরকম ঠিক সেরকম প্রচন্ড শব্দে, ভয়ংকর চিৎকারে
বলতে ইচ্ছে হয়, ভাইসব, আমি কলমের পরিবর্তে যুদ্ধাস্ত্র চাই!
চাই আমার যন্ত্রণার চির অবসানে একটি কাব্য নয় বুলেট
কিন্তু আমার বিবেক নামক স্বয়ংক্রিয় কম্পিউটারটি এর
বিপরীত রায় দিলে,

আর তাই আজো আমার স্থূল কলমকে ঘষে ঘষে
একটা মিসাইলের তীক্ষ্ণতা সৃষ্টিতে প্রয়াসী
যদিও আমি স্বভাবতই জানি
বড়জোর একটি মিসাইলের দামে বিক্রিত স্বদেশ
আমার প্রিয় জন্মভূমি।

www.pathagar.com